কালের কণ্ঠ

তারিখ 31 JUL 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম 2

# ছাত্র-শিক্ষকদের ওপর নজরদারির নির্দেশ

**নিজস্ব প্রতিবেদক ▷**

শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা যাতে জঙ্গিবাদে জড়িয়ে না পড়ে সে জন্য সারা দেশের কারিগরি প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-শিক্ষকদের প্রতি বিশেষ নজরদারি রাখতে প্রতিষ্ঠানপ্রধানদের নির্দেশনা দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। পাশাপাশি তিনি সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ের কোনো কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে জঙ্গিবাদের শিকড় থেকে থাকলে এর মূল উপড়ে ফেলারও তাগিদ দিয়েছেন। গতকাল শনিবার রাজধানীর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে কারিগরি প্রতিষ্ঠানপ্রধানদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় এ তাগিদ দেওয়া হয়েছে।

'জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে কারিগরি শিক্ষকদের করণীয়' শীর্ষক ওই সভার আয়োজন করে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ড। সভায় পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এবং টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষরা বলেছেন, বাংলাদেশ থেকে জঙ্গিবাদ নির্মূলে একটি সামাজিক বলয় তৈরি করে সরকারের সঙ্গে একযোগে কাজ করবেন তাঁরা। নিজ নিজ এলাকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোয় কোনো শিক্ষার্থী জঙ্গিবাদের সঙ্গে যুক্ত থাকলে তাদের চিহ্নিত করবেন।

কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোয় জঙ্গিবাদ যাতে শিকড় গেড়ে না বসতে পারে সে জন্য অনুষ্ঠানের শুরুতেই শিক্ষামন্ত্রী অধ্যক্ষদের ১১ দফা নির্দেশনার কথা জানিয়ে দেন।

এসবের মধ্যে আছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করা, কোনো শিক্ষার্থী পড়াশোনার বাইরে অন্য কোনো বিষয়ে 'মটিভেটেড' হচ্ছে কি না সে ব্যাপারে নজরদারি করা, শিক্ষকরাও ঠিকমতো পাঠদান দিচ্ছেন কি না অথবা কী পড়াচ্ছেন তা নজরদারি করা। এর বাইরে জঙ্গি প্রতিরোধে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আশপাশের গণমান্য ব্যক্তিদের যুক্ত করে জঙ্গিবিরোধী কমিটি গঠন করা, কোনো শিক্ষার্থী টানা ১০ দিন বা এর বেশি অনুপস্থিত থাকলে তার অভিভাবককে জানানো, পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের হল বা মেসগুলোয় বিশেষ নজরদারির ব্যবস্থা করা, নিয়মিত ক্লাস পরিচালনা, শিক্ষকরা নিয়মিত ক্লাসে যান কি না তা মনিটরিং করা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিয়মিত সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা, শিক্ষার্থীদের নিয়ে নিয়মিত জাতীয় সংগীত গাওয়া ও পতাকা উত্তোলন, প্রত্যেক শিক্ষককে তাঁর শিক্ষার্থীদের চেনা এবং শ্রেণিকক্ষে আনন্দদায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করা।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'মানবতার ধর্ম, শান্তির ধর্ম ইসলাম। ইসলাম মানুষ হত্যা সমর্থন করে না। কাউকে হত্যা করে বেহেশত পাওয়া যায় না। দুষ্কৃতকারীরা নিজেরা তো নামাজ পড়েই না, যেসব মুসলমান নামাজ পড়েন তাঁদের হত্যা করছে। এটা কোন ধরনের ইসলাম?'

মন্ত্রী বলেন, 'গতানুগতিক সনদসর্বস্ব লেখাপড়া থেকে বেকারত্বের হতাশাগ্রস্ত তরুণদের অসামাজিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। কারিগরি শিক্ষায় বেকার সৃষ্টির কোনো আশঙ্কা নেই। আর তাই বর্তমান সরকার যুগোপযোগী কারিগরি শিক্ষার ব্যাপক প্রসারে কাজ করে যাচ্ছে।'

বেসরকারি নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমালোচনা করে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'এদের প্রথমে আমরা সতর্ক করেছিলাম। তাঁদের বাঁচাতে চেয়েছিলাম; কিন্তু তাঁরা আমাদের কথা শোনেননি। এখন তাঁরা নিজেরাই সেই জঙ্গি কর্মকাণ্ডে যুক্ত হলেন। বিষয়টি খতিয়ে দেখতে আমরা তদন্ত কমিটি করেছি। প্রতিবেদন পেলে তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

## কারিগরি প্রতিষ্ঠানপ্রধানদের সঙ্গে শিক্ষামন্ত্রীর মতবিনিময়

ন্যাশনাল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের চেয়ারম্যান শামসুর রহমান বলেন, 'সন্ত্রাস দমনে শিক্ষকদের বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে হবে। আর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যাঁরা প্রধানের দায়িত্বে আছেন তাঁদের মধ্যে এই জঙ্গিবাদী কার্যক্রম রয়েছে কি না তাও খতিয়ে দেখা দরকার। কারণ সর্ষের মধ্যে ভূতও থাকতে পারে।' এদের চিহ্নিত করতে সরকারের কাছে একটি সার্চ কমিটি গঠনের প্রস্তাব দেন তিনি।

ময়মনসিংহ এমআইএসটির অধ্যক্ষ নাজমুল ইসলাম বলেন, 'জঙ্গিবাদ দমনে শিক্ষকদের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের এ ব্যাপারে অধিক সচেতন হওয়া দরকার। যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সংগীত গাওয়া হয় না তাদের অনুমোদন বাতিল করতে হবে।'

পঞ্চগড় টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের (টিএসসি) অধ্যক্ষ সৈয়দ আব্দুল আজিজ বলেন, 'ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক শুধু শ্রেণিকক্ষে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। এর বাইরেও সম্পর্ক থাকলে কোনো শিক্ষার্থী জঙ্গিবাদে জড়াতে পারবে না।'

শিক্ষাসচিব মো. সোহরাব হোসাইনের সভাপতিত্বে সভায় আরো বক্তব্য দেন বাংলাদেশ ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনের সভাপতি এ কে এম এ হামিদ, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী দেওয়ান মোহাম্মদ হানজালা, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক মো. মিজানুর রহমান প্রমুখ।

**দশ দিন অনুপস্থিত থাকলেই জঙ্গি নয় :** শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, 'জঙ্গিবাদ এখন দেশের জন্য বড় সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। তবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ১০ দিন অনুপস্থিত থাকলেই কোনো শিক্ষার্থী জঙ্গি—এমন কথা আমরা বলিনি। এ নিয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। আমরা বলেছি, ১০ দিন অনুপস্থিত থাকলে শিক্ষকরা এর কারণ খুঁজে দেখবেন।'

গতকাল সকালে রাজধানীর বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র মিলনায়তনে পাঠাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচির সেরা সংগঠকদের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিক্ষামন্ত্রী এ কথা বলেন। সেকেন্ডারি এডুকেশন কোয়ালিটি অ্যান্ড অ্যাকসেস এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্টের (সেকায়েপ) এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে বইপড়া কর্মসূচি একটি ভালো উপায়। বর্তমানে উচ্চশিক্ষিত তরুণরা জঙ্গি হচ্ছে। গুলশান ও শোলাকিয়ায় জঙ্গি হামলার পর এমনটাই দেখা গেছে। তাদের বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। ভালো বই পড়ালে তাদের সঠিক পথে রাখা সম্ভব। এটি তাদের প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারে।'

মন্ত্রী বলেন, 'সৃজনশীল পদ্ধতির ওপর শিক্ষকদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেটি নিয়ে শিক্ষকদের মধ্যে আরো কাজ করার উদ্যোগ কম। শুধু মুখস্থ করে বা নকল করে যেকোনো প্রক্রিয়ায় শুধু পাস করলে হবে না। শিক্ষার্থীদের প্রকৃত অর্থে সৃজনশীল করে তুলতে হবে। শিক্ষকরা পড়ানোর পর যেন একজন শিক্ষার্থী আরো পাঁচটি কাজ একাই করতে পারে। তবেই সৃজনশীল পদ্ধতি কাজে দেবে।'

'বিউটি অ্যান্ড দ্য বিস্ট' গল্পের সূত্র টেনে অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ বলেন, 'আমরা যাদের জানোয়ার বলি, তাদের মধ্যেই রাজপুত্র আছে। যদি তাদের জন্য দু ফোঁটা চোখের পানি ফেলি, তবেই তা সম্ভব হবে।